# সামাজিক পরিবর্তনে ‘ওয়াকফ’-এর ভূমিকা

**"যারা তাদের ধন-সম্পদ রাতে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তাদের জন্য তাদের পালনকর্তার কাছে পুরস্কার রয়েছে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না।"**

*-সূরা আল-বাকারাঃ আয়াত ২৭৪*

সামাজিক পরিবর্তনের জন্য বাস্তব, কার্যকর এবং চিরস্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য কুরআনের দানশীলতার আহ্বানকে এক বাস্তবমুখি উদ্যোগ হিসাবে দেখা যেতে পারে।

আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রত্যাশায় মুসলমানরা সম্পত্তি বা জমি দান করেন যা মানবতার কল্যাণে ব্যবহার করার জন্য চিরস্থায়ী ব্যবস্থা হিসাবে সকলে দেখেন। মুসলিম বিশ্ব জুড়ে, এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলি ওয়াকফ নামে পরিচিত ছিল। ওয়াকফ প্রতিষ্ঠাকারী ব্যক্তি তার উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন এবং জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সাথে এর কার্য সম্পাদনের জন্য একজন আইনগতভাবে দায়িত্বশীল ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে নিয়োগ করেন। এই ধরনের ট্রাস্টগুলি বিশ্ববিদ্যালয় এবং হাসপাতাল, স্কলারশিপ এবং শিক্ষার প্রচারকে সহযোগিতা করে এবং অর্থায়ন গবেষণা এবং ভ্রমণকে সমর্থন করে। যেমন জর্জ মাকদিসি (George Makdisi) তার এক গবেষণা প্রবন্ধ, দ্য রাইজ অফ কলেজে (*The Rise of Colleges*, *waqfs*) দেখিয়েছেন যে, **মুসলিম সভ্যতার ধ্রুপদী যুগে বিজ্ঞান ও সভ্যতার বিকাশের জন্য ‘ওয়াকফ’ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।**

সমসাময়িক সময়ে মুসলমানরা দানের এই বুদ্ধিবৃত্তিক, শিক্ষাগত, বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক মাত্রা ভুলে গেছে। বলতে গেলে মুসলমানদের মধ্যে দানের প্রচলন এখন সম্পূর্ণভাবে মসজিদ নির্মাণ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে সাড়া দেওয়ার সাথে জড়িত।

দেশে-বিদেশে সমসাময়িক সমাজের প্রয়োজনের আলোকে করনীয় পদক্ষেপ নিতে তাই উপরোক্ত আয়াতটির পটভূমি আমাদেরকে ‘ওয়াকফ’ -এর মত উদ্যোগের মাধ্যমে যুগের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সভ্যতার বিকাশে ও মানবতার কল্যাণে প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে।

সুত্রঃ "Reading the Qur'an: The Contemporary Relevance of the Sacred Text of Islam" - Ziauddin Sardar, p. 194

*Probash-e-Publication / Sundorjibon.net*
*ভাবানুবাদ ও সম্পাদনায়ঃ মাসুদ আলী*